# অর্গানন

স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

অনুবাদ ঃ

হরিমোহন চৌধুরী

# লেখ-ক্রম


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মুখবন্ধ — ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এম. বি., ডি. এম. এস., কলকাতা | ৬ |
| ষষ্ঠ প্রকাশ প্রসঙ্গে—শ্রীকান্ত চৌধুরী | ৭ |
| পঞ্চম প্রকাশ প্রসঙ্গে | ৮ |
| চতুর্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে | ১০ |
| তৃতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে | ১১ |
| দ্বিতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে | ১৪ |
| অনুবাদকের কথা —ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী | ১৫ |
| অর্গানন প্রথম সংস্করণের ভূমিকা | ২০ |
| দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা | ২০ |
| তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা | ২৪ |
| চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা | ২৪ |
| পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা | ২৫ |
| ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা —স্যামূয়েল হ্যানিম্যান | ২৯ |
| ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা —ডাঃ উইলিয়াম বোরিক | ৩২ |
| পরিচিতি—ডাঃ জেমস ক্রাউস | ৩৫ |
| সূচীপত্র ঃ ভূমিকা—অর্গাননের সারাংশ | ৪১ |
| মুখবন্ধ—স্যামূয়েল হ্যানিম্যান | ৪৯ |
| **মূল সূত্রসমূহ** | ৮৩ |
| অনুশীলনী | ২১৭ |
| পরিশিষ্ট ঃ | |
| ১। অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণে বিভ্রান্তিকর কয়েকটি দিক —ডাঃ জে. এন. কাঞ্জিলাল | ২২২ |
| ২। অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণে অসঙ্গতির কয়েকটি দিক —ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী | ২২৬ |

# মুখবন্ধ

মুসলিম ধর্মের মূলকথা জানিবার এবং বুঝিবার জন্য যেমন কোরান পাঠ, খ্রীষ্টধর্মের জন্য বাইবেল, হিন্দুধর্মের জন্য গীতা পাঠ অপরিহার্য, সেই রকম মানুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ জীবন ও স্বাস্থ্য লইয়া যে শাস্ত্রের কারবার সেই চিকিৎসা শাস্ত্র সুসংগত এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে অধিকার ও প্রয়োগ করিতে হইলে হ্যানিম্যানের অর্গানন সম্যকভাবে আয়ত্ত করা এবং চিকিৎসক জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তের পরিচালক হিসাবে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অথৈ সমুদ্রের ভিতর কোন নাবিক যদি কম্পাসের নির্দেশগুলি না বোঝেন এবং সেই নির্দেশ প্রতি মুহূর্তে পালন না করেন তবে তাঁহার যেমন অবস্থা হইবে, কোন চিকিৎসক তাঁহার চলার পথের নির্দেশক অর্গাননের সূত্রগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিলে বা অমান্য করিলে একই রকম অবস্থায় পড়িবেন। যে কোন চিকিৎসক যিনি কখনও অর্গানন পড়েন নাই, তিনি যদি একবার এই পুস্তকখানি যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে পড়েন এবং আয়ত্ত করেন তবে তিনি সহজেই উপলব্ধি করিবেন, এই পুস্তক পাঠের আগে তিনি কি ছিলেন এবং এখন কি হইলেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন এর আগে তিনি মানুষের জীবন এবং স্বাস্থ্য লইয়া ছেলেখেলা করিতেন, এখন তাঁহাকে মানুষের জীবন এবং স্বাস্থ্যের রক্ষক ও পরিচালক হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

কিন্তু মুশকিলের কথা, চিকিৎসাপথের পরিচালক এই পুস্তকখানি মূল জার্মান ভাষায় লেখা—যে ভাষা আমরা প্রায় কেহই জানি না। এমনকি এই পুস্তকের যে দুই-তিনখানি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হইয়াছে তাহা ইংরাজী ভাষায়। ইংরাজী ভাষাতেও আমাদের চিকিৎসক ভাইদিগের ভিতর অনেকেরই যথেষ্ট দখল নাই। সেই কারণে এই একান্ত মূল্যবান পুস্তকের বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

আর একটি মুশকিল এবং কঠিনতর মুশকিল হইতেছে যে, অর্গাননের ভাষাটি খুবই দুরূহ এবং জটিল। মূল লেখক হ্যানিম্যানের ভাব এবং অর্থ যথাযথভাবে বিকশিত করিয়া ইহার অন্য ভাষায় অনুবাদ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি ডাজন, বোরিক এবং উইজেলহেফ্‌ট (Dudgeon, Boericke and Wesselhoeft)-এর অনুবাদ যেগুলি দুনিয়ার সমগ্র ইংরাজী ভাষাজ্ঞ মহলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত, শোনা যায় সেইগুলিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নহে। অবশ্য সৌভাগ্যবশতঃ ত্রুটিগুলি এমন গুরুত্বপূর্ণ নহে যাহাতে মূল লেখকের ভাব ও নির্দেশগুলি বিকৃত হয় এবং সেই কারণেই এই তিনখানা অনুবাদ সর্বত্র সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বেই কয়েকটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। তাহার কোনটাই একই কারণে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হইলেও সবগুলিই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। বস্তুতঃ ঐগুলির মাধ্যমেই ইংরাজী ভাষায় দখলহীন বাঙ্গালী চিকিৎসকবর্গ চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হইতেছেন। বর্তমান অনুবাদক ডাঃ হরিমোহন চৌধুরীর ভাষাজ্ঞান এবং হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের উপর দখল সুবিদিত। আমরা আশা করিতে পারি তাঁহার অনুবাদ আরও ত্রুটিমুক্ত হইবে। এই পুস্তক মারফৎ আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে মূল লেখকের ভাব ও নির্দেশগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারিব।

সর্বোপরি একটি কাজের কথা, অর্গাননের যে বঙ্গানুবাদগুলি হইয়াছে, সেইগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গের ভিতর পড়িয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক লেনদেনের বর্তমান জটিলতার জন্য ঐ পুস্তকগুলি পূর্ববঙ্গবাসী (বর্তমানে বাংলাদেশের—অনুবাদক) চিকিৎসকদিগের পক্ষে সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। ডাঃ চৌধুরীর এই অনুবাদটি সেই সমস্যার সহজ সমাধান করিবে। এখন হইতে আমাদের পূর্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যভাবে হ্যানিম্যানের নির্দেশগুলির সাথে সুপরিচিত হইতে পারিবেন।

১২-৮-৬৯ —জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
কলকাতা

# ষষ্ঠ প্রকাশ প্রসঙ্গে

## প্রকাশকের নিবেদন

হ্যানিম্যানের সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক অবদান অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণের পাঠক ও অনুসারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সারা বিশ্বে ইদানীংকালে ৬ষ্ঠ সংস্করণ বর্ণিত ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধের ব্যবহারকারীদের সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যানিম্যান ১৫৮ বছর আগে ৫ম সংস্করণ তথা শততমিক পদ্ধতির ওষুধ বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। অনেকটা সম্পূর্ণ বলে তিনি অর্গাননকে ৬ষ্ঠ সংস্করণ করেছিলেন। জীবিত থাকলে তিনি হয়তো তাকে আরও সংস্কার করতেন। কারণ, বিজ্ঞানে শেষ বলে কিছু থাকে না। আমরা তাঁর সর্বশেষ কাজকে গ্রহণ করতেও দ্বিধান্বিত ছিলাম—এখনও অনেকে আছি। আশার কথা যে সে চিত্র আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি (NIH)-তে ইদানীং অর্গাননের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমও চালু হয়েছে। অর্গানন নিয়ে গবেষণার কাজ আরও এগোবে। এতে করে নিশ্চয়ই অর্গাননকে আরও ত্রুটিমুক্ত করা যাবে। জীবনীশক্তি, মায়াজম, ওষুধ শক্তির ব্যবহারিক দিক ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত দ্বিধার অবসান ঘটবে।

অনুবাদক ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী দশ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। সাত বছর ধরে এই বইটি নিঃশেষিত। ৩ বছর আগে আমাদের নিজস্ব কম্পিউটারে বইটি কম্পোজ করেছিলাম। দুঃখের বিষয়, যান্ত্রিক বৈকল্যতায় সেসব মুছে যায়। আবার নতুন করে কম্পোজ করে ছাপতে আরও দেরী হলো। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বিলম্বের অন্যতম কারণ। অনিচ্ছাকৃত এ বিলম্বে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

কালান্তর প্রেসের শ্রী অমিত বোস মহাশয় প্রুফ দেখার জটিল কাজটি করে দিয়েছেন এবং শ্রী দীবাকর দত্ত মহাশয় দ্রুত মুদ্রণকবল থেকে মুক্ত না করলে বইটি প্রকাশে আরও বিলম্ব হতো। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলাভাষী পাঠকগণ অর্গাননের এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠে হোমিওপ্যাথিকে আরও সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন আশা করি। হোমিওপ্যাথির বিকাশ ও অগ্রগতিতে এবং

রুগ্ন মানবজাতিকে স্বত্তর আরোগ্যের আদর্শের দিকে নিয়ে যেতে যদি এ বই হোমিও সমাজের সহায়ক হয়, আমাদের প্রকাশনা সার্থক হবে।

১-৮-২০০১ —শ্রীকান্ত চৌধুরী

কলকাতা

# পঞ্চম প্রকাশ প্রসঙ্গে

## অনুবাদকের নিবেদন

এবারের পঞ্চম প্রকাশের আগেও অনুবাদকে আরও ত্রুটিমুক্ত, সহজ, সরল, সাবলীল করার জন্যে প্রায় দু'মাস ধরে দিনে ২-৪ ঘণ্টা কাজ করেছি। তবে তা যদি দু'বছর ধরে করার সময়-সুযোগ পেতাম তাহলেই যে আরও উন্নততর হতো তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কাজেই ন্যূনধিক ভুল-ভ্রান্তি এবারেও থাকছে। সুধী পাঠক, সাথী ও বন্ধুদের কাছে আবারও নিবেদন, দাবি যে, কোনরকম ত্রুটি সংশোধনে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য, যাতে গ্রন্থটি আগামীতে আরও দোষমুক্ত হয়।

এর আগেকার সংস্করণ প্রায় এক বছর আগেই নিঃশেষিত। নানা কারণে, বিশেষ করে সংশোধন-সংযোজন করার সময়াভাবে পঞ্চম প্রকাশেও বিলম্ব হলো। এজন্যে সুধী চিকিৎসক ও ছাত্রবন্ধুদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি। তাতে তাঁদের অনেক অসুবিধা হয়েছে। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি তাঁরা মার্জনা করবেন বলে প্রত্যাশা করি।

সদাসৃজনশীল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আলোকে (কার্যকর মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে) এই অর্গাননকে বিকশিত করার আন্দোলন সাধ্যমত চালিয়ে যাচ্ছি—হোমিওপ্যাথির, হোমিওসমাজের, রুগ্ন মানব সমাজের স্বার্থেই। আমার ইংরাজী-বাংলা বইপত্র-রচনাবলীতে যেমন সে আবেদন বার বার করা হয়েছে, দেশ-বিদেশের বহু হোমিওবিজ্ঞান সভা-সম্মেলনে বক্তব্যে এবং বিদেশী চিকিৎসক-ছাত্রদের পড়াবার সময়ও তা প্রকাশ করেছি। তাতে বিজ্ঞান ও শ্রেণীসচেতন প্রগতিবাদীদের যেমন সহযোগিতা-সহমর্মিতা পেয়ে ধন্য হয়েছি, তেমনি স্বার্থান্বেষী, সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে নোংরা আক্রমণ করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। শ্রেণীশত্রুরা গতিকে, আলোকে ভয় পায়। কারণ তাঁরা তো অন্ধকারের জীব, শ্রেণীস্বার্থে মানবজাতিকে অন্ধকারেই চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী। তাতে আলোর দিকে অভিযাত্রাকে রোধ করা যায় না, প্রগতির চাকাও থেমে থাকে না। কারণ আমরা জানি বিজ্ঞান বহতা নদীর মতোই গতিশীল। গতি হারালেই তার মৃত্যু। আমরা তো হোমিওপ্যাথিকে গতিহীন করার চক্রান্ত বরদাস্ত করতে পারি না। এ জন্যেই হ্যানিম্যান (১৮১০-১৮৪২) মাত্র ৩২ বছরে অর্গাননকে তখনকার যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পাঁচবার সংশোধন-সংযোজন করে গতিশীল করেছিলেন, হোমিওপ্যাথিকে তথা অর্গাননকে ত্রুটিমুক্ত করার সাধনা-সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে এ পুস্তকের শেষে সংযুক্ত 'পরিশিষ্ট' আকারে বা আলাদা বই হিসেবে অর্গাননকে এ যুগের আলোক ধারায়

বিকশিত করার কাজ যুগে যুগেই করে যেতে হবে। এর উপরই হোমিওপ্যাথির স্থায়িত্ব ও বিশ্বস্বীকৃতি অনেকখানি নির্ভরশীল। সত্য কখনও সম্পূর্ণ, অবিমিশ্র বা বস্তুনিরপেক্ষ, বিমূর্ত হতে পারে না। সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক, বাস্তব ও মূর্ত। জগতের মতোই তার প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা সদা গতিশীল, সদা পরিবর্তনশীল। হ্যানিম্যানও কোনও অন্ধবিশ্বাস দাবি করেননি, সংস্কারবর্জিত পর্যবেক্ষক হয়ে যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা গবেষণার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিকে বিকশিত করার জন্য, তাকে ক্রমাগত সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজ্ঞানী বলেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, কালকের ফুল আজকে বাসি হয়ে যায়, এ জন্য প্রকৃতিকে আজকের জন্য নতুন করে ফুল ফোটাতে হয়। কালকের সত্য আজ সম্পূর্ণ বা অংশত বাতিল হয়ে যায়। কাজেই অর্গাননের কেবল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে একে পরিবর্তন ও বিকশিত করার জন্যে আমার একান্ত আবেদন।

বেশ কিছু মনীষী-বিজ্ঞানীর অনুমতিক্রমে এবারে Vital-এর অর্থ 'জৈবনিক' (এবং কোথায়ও বা 'জৈব') করা হয়েছে। Vital force—দুটি শব্দ। force-এর বিশেষণ হচ্ছে vital। আগে আমরা এবং আরও অনেকে যে একশব্দ করে অনুবাদ করেছি জীবনীশক্তি, জীবনীবল ইত্যাদি সে কারণে যথার্থ হয়নি। জৈবনিক শক্তি (সংক্ষেপে জৈব শক্তি) সেদিক থেকে অনেকটা সঠিক। vitality শব্দেরই সঠিক বাংলা হতে পারে 'জীবনীশক্তি'।

এছাড়া নিজের আরও বেশ কিছু ভুল সংশোধন করা হয়েছে। মুদ্রণ প্রমাদও যথাসম্ভব নির্মূল করার চেষ্টা করেছি। বিশ্বাস করি এবারে আপনাদের আরও ভালো লাগবে।

অনুবাদকে এবারে ত্রুটিমুক্ত করতে যাঁরা যাঁরা লিখিতভাবে, মৌখিকভাবে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞান তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিশিষ্ট গবেষক ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বিজ্ঞানী এ. সি. দত্ত, ডাঃ পরিমল চন্দ্র মজুমদার (ফেনী, বাংলাদেশ), শ্রীসুপ্রকাশ মুখার্জি, ডাঃ তপন চক্রবর্তী (ঢাকা), ডাঃ গুরুদাস সরকার (খুলনা) প্রমুখ মনীষী, বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়াও নানাভাবে সহযোগিতা করেছে আমার বড় ও সেজ নন্দন ডাঃ সচ্চিদানন্দ ও ডাঃ শ্রীকান্ত। তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা।

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ-এর সদস্যবর্গ বইখানা দ্রুত ছাপাখানার কবলমুক্ত করতে যথেষ্ট শ্রমদান করেছেন। তাঁদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথির উপলব্ধি, প্রয়োগ, প্রচার ও প্রসারে তথা অগ্রগমনে চিকিৎসক ও মানবসমাজের সামান্যতম কাজে আসলে আমার ও সবার শ্রম সার্থক হবে।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৬ (ইং-২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০) —হরিমোহন চৌধুরী
সূর্য সেন-আবদুস সাত্তার সদন
বড়বহেড়া, হুগলী-৭১২২৪৬

# চতুর্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে

## অনুবাদকের নিবেদন

মাত্র ষোল বছরে (১৯৭০-১৯৮৬) অর্গাননের এই বাংলা অনুবাদ চতুর্থবার প্রকাশিত হতে চলেছে যা অনুবাদকের কাছে পরম সান্ত্বনা। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হ্যানিম্যান জীবনের সর্বাপেক্ষা পরিপক্ব বৈজ্ঞানিক অবদান এই অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণে বর্ণিত ৫০ সহস্রতমিক প্রক্রিয়ার ওষুধও হোমিওপ্যাথ বন্ধুদের কাছে ক্রমশঃ বেশী বেশী করে সমাদৃত হচ্ছে, যা আমার কাছে আরও আনন্দবহ ঘটনা। সুধী বন্ধুদের শুভেচ্ছা-সহযোগিতা নিয়ে বিগত প্রায় ৩০ বছর হ্যানিম্যানের সর্বাপেক্ষা উন্নত ৬ষ্ঠ সংস্করণের প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্যে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সর্বোপরি, দেরিতে হলেও হোমিওপ্যাথিক সমাজের শ্রেণী-সচেতন ও বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতাযুক্ত হোমিওপ্যাথ বন্ধুগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, হোমিওপ্যাথিক দার্শনিকেরা হোমিওপ্যাথিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব তাকে পরিবর্তিত ও বিকশিত করা। এটা আমার কাছে আরও মহৎ সান্ত্বনা। কারণ মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে হোমিওপ্যাথিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকশিত করার মধ্যেই হোমিওপ্যাথির বিশ্ব-স্বীকৃতি ও অগ্রযাত্রা নির্ভরশীল।

বস্তুতঃ পূর্বে প্রকাশিত এই অনুবাদ গ্রন্থ ১৯৮৫ সালেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। সুধী চিকিৎসক ও প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বার বার দাবি আসা সত্ত্বেও তা আমরা ১৯৮৬ সালব্যাপী তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারিনি। নানা কারণে, বিশেষতঃ অর্থাভাবে তা সময়মতো প্রকাশ করা যায়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত।

আমরা সবাই জানি, ইংরেজী ভাষায় যা অর্গান (Organ) বা যন্ত্র—গ্রীক, আরবী, পারসি ভাষায় তা-ই হচ্ছে অর্গানন (Organon)। ল্যাটিন ভাষায় তাকে অর্গেনাম (Organum) বলে। বলাবাহুল্য, মহান Aristotle (384-312 B.C)-এর যুক্তি-বিজ্ঞানের (Logic) নাম ছিল 'অর্গেনাম'। আর Lord Bacon (1561-1625)-এর লজিকের নাম ছিল 'নোভাম অর্গেনাম' (Novum Organum)। এসব মহান দার্শনিকদের অনুসরণে ডাঃ হ্যানিম্যানও হোমিওপ্যাথির নীতি-আদর্শ সম্বলিত যে গ্রন্থ, তাঁর আজীবন গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করলেন তারও নামকরণ করলেন 'অর্গানন অব মেডিসিন' বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের হাতিয়ার। আমরা আরও জানি, হ্যানিম্যান তাঁর এই হাতিয়ারকে আরও উন্নত, আরও কালোপযোগী ও বিজ্ঞানানুগ করার জন্য মাত্র বত্রিশ বছরের মধ্যে (১৮১০-১৮৪২) পাঁচবার সংশোধন-সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বিকশিত করেছেন। একইভাবে আমাদেরও একে সেভাবে বিকশিত করতে হবে—যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

সুধী বন্ধুগণ! এই চতুর্থ প্রকাশের সময়ও অনুবাদকে আরও প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। অবশ্য আরও বেশি সময় দিয়ে যদি তা করার অবকাশ পেতাম তা'হলে আরও বেশি ত্রুটিমুক্ত হতো। অর্গাননের শেষে, বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে 'অনুশীলনী' বা 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' আছে তাকেও আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যাতে তাঁরা

আরও উপকৃত হন। এবারেও আমাকে একাজে সহযোগিতা করেছেন ঢাকার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ, আমার বড়দা ডাঃ এ. এম. এম. বাহাদুর মুন্সী ও চট্টগ্রামের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ, আমার বড় ভাই ডাঃ বিনোদবিহারী শর্মা। তাঁদের কাছে আমার ঋণের সীমা নেই। জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ সচ্চিদানন্দও (মিন্টু) এ কাজে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তাকে শুভেচ্ছা জানাই। তবুও আমি জানি আরও ভুল-ভ্রান্তি আছে। মনীষী পাঠকেরা আমার যে-কোনও ত্রুটি শোধনে সহযোগিতা করবেন—প্রার্থনা।

'নবগ্রন্থনা' প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শতদল গোস্বামী ও তাঁর সহকারী শ্রীসমর মৈত্র মহাশয় আগের মতো এই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশেও যে সহযোগিতা করেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

হ্যানিম্যানের এই অমর অবদান অর্গানন অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করে চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী ও দরদীরা যদি হোমিওপ্যাথির বিকাশে, রুগ্ন মানুষের রোগ নিরাময়ে, হোমিওপ্যাথির সপক্ষে ও অপ-হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হন তাহলেই হোমিওপ্যাথির নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে।

**সূর্য সেন-আবদুস সাত্তার সদন**
বড়বহেড়া, কোন্নগর,
হুগলী-৭১২২৪৬

**—হরিমোহন চৌধুরী**
১৩-৪-১৯৮৭ ইং

# তৃতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে

## অনুবাদকের নিবেদন

প্রায় ৬০ বছর আগে অর্গানন ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের মূল সূত্র ও পাদটীকার বদলে এ সংস্করণে ৬০টি ক্ষেত্রে একেবারে নতুন সূত্র ও পাদটীকা সংযোজিত হয়েছে, ৪৯টি ক্ষেত্রে আংশিক সংযোজন, আর ২৭টি ক্ষেত্রে আংশিক সংশোধন হয়েছে। ৪০টি সূত্র, সূত্রাংশ, পাদটীকা ও সেগুলোর অংশবিশেষ বাতিল করা হয়েছে। জীবনীশক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রোগী পর্যবেক্ষণ, প্রতিষেধক ওষুধ, ওষুধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যাপারে আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ৫ম-এর পর ৪র্থ যেমন, ৬ষ্ঠের পর অর্গানন ৫ম-সংস্করণও স্বাভাবিক নিয়মেই বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ৫টি যুগেও হোমিওপ্যাথিক সমাজে এই শেষ সংস্করণ আশানুরূপভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হলো না, হলো না এর মর্মোপলব্ধি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতিয়ার এই অর্গানন এখনও কি 'অত্যন্ত অবহেলিত', অসমাদৃত হয়েই থাকবে? অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ সম্বন্ধে হ্যানিম্যান বললেন, "...আগেকার সবগুলোর তুলনায় এটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ।" কাজেই একই বিষয়ে দুটি সত্য তো হতে পারে না, পাশাপাশি চলতেও পারে না। এতদসত্ত্বেও বাতিল-বর্জিত ৫ম সংস্করণ (কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৫ম ও ৬ষ্ঠ একসঙ্গে) পঠন-পাঠন, অনুসরণ-অনুকরণ আজও কেন হয় তা আমাদের কাছে অবোধ্য।

সর্বোপরি ৬ষ্ঠ সংস্করণের অপেক্ষাকৃত সহজে বোধগম্য রোগী পর্যবেক্ষণ ও জীবনীশক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কথা বাদ দিলেও ওষুধ প্রস্তুত ও প্রয়োগের ব্যাপারে

আমাদের তো একটি সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া, প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কেউ দশমিক পদ্ধতি, কেউ শততমিক পদ্ধতি, কেউ বা ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতি, আর কেউবা একই সঙ্গে ৩টি পদ্ধতিই সুবিধামত বা খেয়াল খুশিমতো অনুসরণ করবো তা কি বিজ্ঞান ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়? প্রয়োগ-পরীক্ষা-গবেষণায় যদি ৬ষ্ঠ সংস্করণ কথিত পদ্ধতি উন্নত, সত্বর ও নিরুপদ্রব আরোগ্যের সহায়ক হয় বলে প্রমাণিত হয় (হ্যানিম্যান অর্গাননে তাই বলেছেন এবং এখন যাঁরা যাঁরা ৬ষ্ঠ সংস্করণ অনুসরণ করেন তাঁদের অভিমতও তাই) তা হলে সকলেরই সেই একটি পদ্ধতি গ্রহণ করাই সমীচীন নয়! আর যদি হ্যানিম্যান ও তৎপরবর্তী ৬ষ্ঠ সংস্করণের অনুসারীদের বক্তব্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়—তবে আমাদের পঞ্চমে ফিরে যাওয়া উচিত। সমস্ত হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথ, বিশেষতঃ মাননীয় শিক্ষকবৃন্দের নিকট আমার আবেদন—ওষুধ প্রস্তুত-প্রয়োগে অর্গানন পঞ্চম না ষষ্ঠ গৃহীত হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি, একটি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করা হোক, আমাদের মধ্যেকার সমস্ত বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবসান করা হোক।

'অর্গানন' শুধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও ছাত্রদের পথ-নির্দেশক নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চিকিৎসক ও ছাত্রদের, সর্বস্তরের বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে জীবন-বিজ্ঞানীদের এবং সুস্থ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, মানবের সার্বিক মুক্তিকামী প্রগতিশীল মনীষীদেরও অন্যতম অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ। সবক্ষেত্রে না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটা তাঁদের চিন্তা ও মননে সহায়ক হতে পারে। এই মূল্যবান গ্রন্থ পাঠে রোগ ও আরোগ্য সম্বন্ধে তাঁদেরও সনাতনী ধ্যানধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত হোমিওপ্যাথির মূল নীতিসমূহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্যানিম্যান তৎকালীন জার্মান-ফ্রান্সের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার দরুন কোনও কোনও ক্ষেত্রে (ক্রনিক ডিজিজেজ ও অন্যত্রও) ভাববাদের আশ্রয় নিলেও — মূল নীতিসমূহ (fundamental principles) কিন্তু ভাববাদ বা জড়যান্ত্রিক বস্তুবাদ নির্ভর নয়, মূলতঃ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, অর্গাননে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন মূল্যবান তত্ত্ব-তথ্য-সংকেত অনুসৃত আছে যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে অসত্য বলে প্রমাণিত হয়নি, অধিকন্তু কোনও কোনও তত্ত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞান এখনও পৌঁছাতে পারেনি। তাই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী শ্রেণী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনীষীদের ও প্রগতিশীল হোমিও-বিজ্ঞানীদের কাছে আমার আবেদন — তাঁরা যেন রোগমুক্তি ও মানবস্বাস্থ্য রক্ষার এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়-বিধৃত গ্রন্থ 'অর্গানন'-এর প্রতি একটুখানি দৃষ্টি দেন এবং এর প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন করে একে আরও গতিশীল ও সৃজনশীল রাখতে এগিয়ে আসেন। বলাবহুল্য ভাববাদ, যান্ত্রিক-বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হলে অর্গাননের তত্ত্ব যথার্থভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে পারা যাবে না, হোমিওপ্যাথিকে যুক্তি ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই আমাদের সংস্কার বর্জিত, বাস্তববাদী, গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অর্গাননের মর্মবস্তু উপলব্ধি ও প্রয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের দেশেই শুধু নয়, বিশ্বের যেখানেই হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে —সে সবগুলোতে 'অর্গানন'-এর যথার্থ শিক্ষকের অভাব প্রকট। এখনও তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাববাদী, ক্ষেত্র

বিশেষে যান্ত্রিক বস্তুবাদী। কাজেই অর্গাননের মর্মবস্তু উদ্ধার করে ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। ফলে যথার্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ প্রায়। হাতে গোনা যায় এমন যে ক'জন হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথ এখনও পৃথিবীতে আছেন তাঁরা অনেকেই স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-অধ্যবসায়ের দ্বারাই হোমিওপ্যাথির মূল নীতিসমূহ উপলব্ধি করেছেন। হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখতে, গতিময় ও সৃজনশীল করতে, সর্বোপরি রুগ্নার্ত মানুষকে রোগকবল মুক্ত করতে চাইলে—প্রথমতঃ আমাদের অর্গাননের যথার্থ শিক্ষক সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই গতিশীল, হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথ-এর সংখ্যা ধীরে ধীরে প্রবর্ধিত হবে। প্রগতিশীল মাননীয় অর্গানন শিক্ষকেরা এদিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেবেন আমার একান্ত আবেদন।

'অর্গানন'-এর তৃতীয় প্রকাশের সময় আমরা পূর্বেকার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সাধ্যমত নির্মূল করতে, অনুবাদ আরও সাবলীল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। হ্যানিম্যানের কোনও কোনও বক্তব্য সম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতেও চেষ্টা করেছি। এই কাজে পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাঃ বিনোদবিহারী ঘোষ, ডাঃ বিভাস নন্দী, ডাঃ অমিয় চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীল মজুমদার, ডাঃ পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, ডাঃ হাজারীলাল দাস, ডাঃ নিশীথরঞ্জন গোস্বামী এবং দিল্লির ডাঃ নির্মল ভক্ত সহ অনেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। তবুও কোনও ত্রুটি অর্গাননের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোন ও সুধী পাঠকদের কাছে ধরা পড়লে এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

অর্গানন-এর শিক্ষক, ছাত্র ও অর্গানন অনুরাগী চিকিৎসকদের চাহিদা সত্ত্বেও আমরা আর্থিক অসঙ্গতির দরুন এতদিন অর্গানন তাঁদের হাতে পৌঁছে দিতে পারিনি। আমার এক শ্রদ্ধেয় দাদা ও শ্রদ্ধেয়া দিদি সে অভাব মিটিয়ে অর্গাননের এই 'তৃতীয় প্রকাশ'-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ডাঃ বিনোদবিহারী ঘোষ অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ অনুযায়ী নবতম পদ্ধতির ওষুধের দ্বারাই চিকিৎসা করে থাকেন, সেজন্যে তিনি ঐ সংস্করণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তত্ত্ব ও তথ্যগতভবে উপলব্ধি করে হোমিওপ্যাথিক সমাজে পৌঁছে দেওয়া তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছেন। দেশের শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্যে নিবেদিতপ্রাণা দিদি সুহাসিনী সেন হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ও বিকাশে অর্গানন প্রকাশে সহযোগিতা করা তাঁর সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেছেন। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতীত এটা কবে প্রকাশিত হতো তার স্থিরতা ছিল না। আমি তাঁদের নিকট ঋণী।

অর্গাননের তত্ত্ব-তথ্য অনুধাবনে ও প্রয়োগে আমাদের চিকিৎসক সমাজের সহায়ক হলে এই 'তৃতীয় প্রকাশ' সার্থক হবে।

কলিকাতা, বিনীত

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ বাংলা —হরিমোহন চৌধুরী

# দ্বিতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে

## অনুবাদকের নিবেদন

বিজ্ঞানসম্মত আরোগ্যকলা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধানকে সম্যকভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে হ্যানিম্যানের 'অর্গানন' শুধু পাঠ করিলে হইবে না, ইহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, ইহার নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ ও রোগীক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ অর্গানন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের চলার পথের দিশারী, পথনির্দেশক। ইহার যথার্থ অনুসরণ ও প্রয়োগের মধ্যেই চিকিৎসকের জীবনের সাফল্য এবং রুগ্ন-মানুষের আরোগ্যের সর্বোত্তম আদর্শ নির্ভরশীল।

আমার অনূদিত এই অর্গানন মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার সুধী চিকিৎসকমণ্ডলী ও হোমিওপ্যাথিক ছাত্রসমাজ কর্তৃক সমাদৃত ও স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার প্রথম প্রকাশ নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত, আনন্দিত।

এই দ্বিতীয় প্রকাশের সময় আমি ইহাকে আরও সহজ ও সাবলীল এবং ত্রুটিমুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। একাজে সংগ্রামী সুযোগ্য হোমিওপ্যাথ ডাঃ আমিনুল হক ও ডাঃ চন্দ্রশেখর দাস ভ্রাতৃদ্বয় এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক কলেজ, ঢাকা-র অধ্যক্ষ, হোমিও-বিজ্ঞানী ডাঃ কে. এম. ওয়াজীহ্ উল্লাহ্, এম. এ. বি. টি. মহোদয় আমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করিয়াছেন। অকৃপণ সাহায্য করিয়াছেন আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির উন্নয়নে অন্যতম যোদ্ধা জনাব এ.এম.এম. বাহাদুর মুন্সী ও জনাব সিরাজুল ইসলাম। আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তবুও ভুল-ভ্রান্তি সুধী পাঠকবর্গ অবহিত করিলে পরবর্তীকালে সংশোধন করিবার সুযোগ পাইব।

দ্বিতীয় প্রকাশের সময় আমি ইহাকে অর্গানন ১ম হইতে ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত 'হ্যানিম্যানের ভূমিকা'র অনুবাদ, ডাঃ জেমস্ ক্রাউজের অর্গানন 'পরিচিতি', পুস্তকের শেষে অনুশীলনীতে 'কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তরের সংকেত' সংযোজিত করিয়াছি। ইহাতে ছাত্রমহল সহ সর্বশ্রেণীর পাঠকদের হোমিওপ্যাথি ও অর্গানন হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করি।

মাননীয় বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমার এই অর্গাননখানা হোমিওপ্যাথিক কলেজসমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত করিয়াছেন। অমি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট সেইজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হোমিওপাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতির এই মৌলিক গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশনা যাঁহাদের সাহায্য-সহযোগিতায় সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহারা হইলেন মিঃ ও মিসেস রবার্ট বাড়ৈ। তাঁহাদের আর্থিক সাহায্য না পাইলে ইহা কবে প্রকাশিত হইত তাহার আর কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ বিগত মুক্তি সংগ্রাম অনেকের মতো আমাকেও সর্বহারায় পরিণত করিয়াছে, অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ কথিত নবতম (৫০ সহস্রতমিক) পদ্ধতির ঔষধের "ল্যাবরেটরী" আমার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মিঃ ও মিসেস বাড়ৈ দু'জনই হোমিওপ্যাথির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

হোমিওপ্যাথির দ্বারা রুগ্ন মানবতার সেবা করাই—অর্গানন প্রকাশে তাঁহাদের সাহায্যদানের কারণ। তাঁহারা মানবতার পূজারী। তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী।

অর্গাননের 'দ্বিতীয় প্রকাশ' সমধর্মী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও ছাত্র-ভাইদের সহায়ক হইলেই আমাদের শ্রম এবং রবার্ট দাদা ও মীরা দিদির (মিসেস রবার্ট) ত্যাগ সার্থক হইবে।

চট্টগ্রাম
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮২ বাংলা

বিনীত
—হরিমোহন চৌধুরী

# অনুবাদকের কথা

## পরিপূর্ণতার পথে হোমিওপ্যাথি

সদৃশ বিধানের যে বিজ্ঞান তাহাই 'অর্গানন অব মেডিসিন' বা 'চিকিৎসা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'। হোমিওপ্যাথি (সদৃশবিধান)-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরোগ্য-কলা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে স্যামূয়েল হ্যানিম্যান ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অর্গাননের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের ভিত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং উহাতে যথাসম্ভব পরিপূর্ণতা না আসা পর্যন্ত বিজ্ঞানীর পক্ষে আত্মতুষ্টি লাভ অসম্ভব। অতএব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে হোমিও-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণতার পথে আগাইয়া লইবার জন্য তিনি (হ্যানিম্যান) ক্রমশঃ ইহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ ১৮১৮, ১৮২৪, ১৮২৯ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্গাননের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণের আত্মপ্রকাশ।

## পঞ্চম সংস্করণে হোমিওপ্যাথি সমস্যা সঙ্কুল

শততমিক পদ্ধতির (centesimal scale) ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিতে গিয়া হ্যানিম্যান (এবং হোমিওপ্যাথি) নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। কারণ, অর্গানন দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শর্ত ও মর্যাদা (এখনও বহুল প্রচলিত) শততমিক পদ্ধতির ঔষধের দ্বারা প্রতিপালিত হয় না। যেমন :

১। সত্বর ও নিরুপদ্রবে (স্বচ্ছন্দভাবে) রোগীকে আরোগ্য করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। আরোগ্যে দীর্ঘসূত্রতা আসে।
২। সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার পরেও 'অনভিপ্রেত' ঔষধজ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।
৩। উচ্চশক্তির একটি মাত্রাও ধীরগতিতে দীর্ঘ সময় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে।
৪। রোগাবশেষ থাকা সত্ত্বেও ঘন ঘন মাত্রা পুনঃ প্রয়োগ করা যায় না। ফলে রোগী দীর্ঘ সময় ভুগিতে থাকেন।
৫। শক্তি ও মাত্রা সমস্যা এক বিতর্কের সৃষ্টি করে।

## কেন ষষ্ঠ সংস্করণ?

হোমিও-বিজ্ঞানের এই অসম্পূর্ণতা বিজ্ঞানী ও মানব দরদী হ্যানিম্যানকে পুনরায় 'শ্রম-বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা' ও পর্যবেক্ষণে এবং আর্তমানবতার মুক্তির চিন্তায় ৮৬ বৎসর বয়সেও